দৈনিক জনকণ্ঠ

৩০ 2002

সরকারী উদ্যোগে বই কেনায় ত্রুটি ও দুর্নীতির অভিযোগ

খালেদা জিয়াকে নিয়ে লেখা ১০টি ও জিয়াউর রহমানকে নিয়ে লেখা ৪২টি বই কেনা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সরকারী উদ্যোগে তিন পর্যায়ে প্রায় ৩৩ কোটি টাকার বই কেনায় ত্রুটি ও দুর্নীতি নিয়ে লেখক-প্রকাশক মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এক সংবাদ সম্মেলনে উত্থাপিত বিশদ বিবরণে তার ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সোমবার।

শ্রাবণ প্রকাশনী আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিগত সরকারের আমলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা তিনটি বই কেনা হয়েছিল। এবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে লেখা ১০টি বই কেনা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা ৩৪টি বই কেনা হয়েছিল, এবার জিয়াউর রহমানকে নিয়ে লেখা ৪২টি বই কেনা হচ্ছে। জিয়া এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের ছবি সংবলিত একটি এ্যালবাম কেনা হচ্ছে, যার দাম চার হাজার টাকা। লেখক হিসাবে বিগত প্রধানমন্ত্রীর তুলনায় পিছিয়ে আছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। বিগত প্রধানমন্ত্রীর নিজের লেখা সাতটি বই কেনা হলেও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মাত্র একটি বই কেনা হচ্ছে। বইটি ইংরেজীতে লেখা। নাম 'ভিশনস ফর ফিউচার', প্রকাশক নিউ শিখা প্রকাশনী। নিউ শিখার বিক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে এ বইটির কোন কপি পাওয়া যায়নি।

শ্রাবণের স্বত্বাধিকারী রবীন আহসান সংবাদ সম্মেলনে আরও বলেন, তালিকায় মন্ত্রী ও বিএনপির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বই রয়েছে ২৬টি। জোট সরকারের শরিক দলগুলোর নেতাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা মহিউদ্দিন খানের একাধিক বই ঠাঁই পেয়েছে। ইসলাম শব্দের ব্যবহার থাকলেই বইয়ের মান যাচাইয়ের কথা ভাবা হয়নি, যে কারণে 'সকাল সন্ধ্যার আমল' নামে অজিফা জাতীয় বইও কেনা হচ্ছে। জনৈক আল জাকিরের কবিতা সমগ্র তালিকায় স্থান পেলেও কবি শামসুর রাহমানের একটি বইও রাখা হয়নি। হুমায়ূন আহমেদের একমাত্র বই মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস তালিকায় স্থান পেলেও তরুণদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবালের একটি বইও নেই। নির্বাচিত বইয়ের তালিকায় ব্যক্তি লেখক হিসাবে

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

খালেদা জিয়াকে নিয়ে

(১২-এর পাতার পর)

শীর্ষে রয়েছেন অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ ও কাজী সিরাজ। তাঁদের ১০টি করে বই আছে। তবে তালিকা প্রণয়নকারী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন নিজেই তাঁর চারটি বই বাদ দিয়েছেন। তালিকা প্রণয়নকারী কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মাহমুদ শফিকের পাঁচটি, রাজনৈতিক পরিচয়ধন্য কবি আবদুল হাই শিকদারের পাঁচটি এবং দৈনিক দিনকালে কর্মরত আমিরুল ইসলাম কাগজীর চারটি করে বই রাখা হয়েছে।

সাংবাদিকদের রবীন আহসান আরও জানান, বই কেনার তালিকাগুলোতে জাতীয়তাবাদী লেখকরাই অগ্রগণ্য হয়েছেন। উপেক্ষিত হয়েছেন শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী, রাহাত খান, আবদুল্লাহ আল মুতী, জহির রায়হান, ড. আনিসুজ্জামান, আহমদ শরীফ, সুফিয়া কামাল, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আহসান হাবীব, বদরুদ্দীন উমর, কবীর চৌধুরী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, মহাদেব সাহা, মুনতাসীর মামুন, আবেদ খানসহ অনেকে। তালিকায় নাট্যসাহিত্য নেই বললেই চলে। এসব ত্রুটিপূর্ণ তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মাহমুদ শফিক। বাংলাবাজারে বিভিন্ন সময়ে অসাধুতার অভিযোগে অভিযুক্ত প্রকাশকদের নিয়ে ফেনীর গডফাদার জয়নাল হাজারীর ক্লাস কমিটির মতো একটি কমিটিও তিনি গঠন করেছেন বলে আমরা শুনতে পেয়েছি।

সংবাদ সম্মেলনে রবীন আহসান দাবি করেন, শিশুতোষ ও সৃজনশীল বই কেনার নামে কোটি কোটি টাকা লুটপাট ও সাহিত্য সংস্কৃতি ধ্বংসের চক্রান্ত রুখে দাঁড়াতে হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রণীত এসব তালিকা বাতিল, রাজনীতি নিরপেক্ষ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন করে গ্রন্থতালিকা তৈরি করে বই কিনতে হবে। এদিকে বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সভাপতি প্রখ্যাত কথাশিল্পী শওকত আলী এবং সাধারণ সম্পাদক হাসিবুর রহমান এক বিবৃতিতে সরকারী বই ক্রয়ে সৃজনশীল লেখক ও প্রকাশকদের উপেক্ষা এবং খোদ তালিকাটি দলীয় স্বার্থপ্রণোদিত—এই অভিযোগ এনে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ও জাতীয় জাদুঘরের সাবেক মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও লেখক নাসির আলী মামুন,